দৈনিক
ইত্তেফাক

13 APR 2016

আদর্শ শিক্ষক হতে চাই

মো. আহমাদুল ইসলাম (সৌরভ)

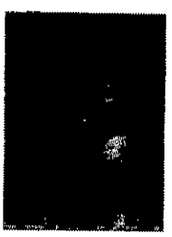

কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার চরপুমদী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আমার জন্ম। ছোটবেলায় খুব শান্ত প্রকৃতির হলেও লেখাপড়ায় আগ্রহের ঘাটতি ছিল না। চারপাশের পরিবেশ-প্রকৃতির ওপর অসংখ্য প্রশ্ন করে মা-বাবা ও বড় ভাইদের কান ঝালাপালা করে তুলতাম। আমি কিশোরগঞ্জ সরকারি আদর্শ শিশু বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করি। মূলত মায়ের হাতেই আমার লেখাপড়ার হাতেখড়ি। আমি পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষায় কিশোরগঞ্জ জেলায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করি এবং বৃত্তি লাভ করি। ২০০১ সালে কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় আমার লেখাপড়ায় আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। প্রতিটি ক্লাসেই আমি ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করি। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ+ পাই। এ সাফল্য আমার স্বপ্নকে আরও বড় করে তোলে।

অনেক আশা নিয়ে ভর্তি হই বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নটর ডেম কলেজে। সেখানে সম্মানিত শিক্ষকদের সার্বিক সহযোগিতায় এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ অর্জন করি। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি প্রস্তুতি শুরু করি। ২০০৯-২০১০ সেশনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদে বিএসসি ফুড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিশাল চত্বর আর চারদিকের সবুজের সমারোহে আমি মুগ্ধ হই। দুই-চার দিন ক্লাস করার পর শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের উচ্চমান আদর্শ, বিশাল পাণ্ডিত্য ও বিদ্যা বিতরণের আধুনিক, উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত কৌশল আমাকে বিমুগ্ধ করে। একজন অনুসন্ধানী ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন বাসা বাঁধে হৃদয়ের গহিনে। লেখাপড়ার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হই। অনেক সাধনা, ধৈর্য ও ত্যাগের বিনিময়ে বিএসসি অনার্সে অর্জন করি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার গৌরব। প্রতিকূল অবস্থারও অন্ত ছিল না। সেসব মোকাবেলা করতে গিয়ে আমাকে অনেক শ্রম, সময় ব্যয় করতে হয়েছে। তারপরও সুরভিত অর্জন আমার জীবনকে করেছে গর্বিত। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএস ইন ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে ফলের অপেক্ষায় আছি।

আমি বিশ্বাস করি, মানবিক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে মানুষের জন্য কাজ করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। অর্জিত বিদ্যা বিতরণ ও যৌক্তিক প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের অনালোকিত অধ্যায়কে আলোকিত করার ইচ্ছাই আমার লালিত স্বপ্ন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই অনুশীলন, চর্চা, মেধা ও মননের ফল। উর্বর করতে চাই মানুষের হৃদয়ভূমি ও দেশমাতৃকাকে। গবেষণার মাধ্যমে বিপুল জ্ঞানশক্তি অর্জন করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে চাই। জীবনের লব্ধ জ্ঞান ও শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে আমি মনে করি একজন শিক্ষক হলেই তার বাস্তবায়ন সম্ভব। তাই আমি আদর্শ শিক্ষকদের কাতারে নিজেকে দাঁড় করাতে চাই। আমি জানি নৈতিকতা, শৃঙ্খলা, মানবিক বোধ, সহযোগিতা, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি দিয়ে আমাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকবৃন্দ। আমি জানি, Common sense is an uncommon degree. এর যতটুকু ইতিমধ্যে আমার মধ্যে তৈরি হয়েছে তার সবটুকুই আমার সম্মানিত স্যারদের উত্তরাধিকার।

তরুণ প্রজন্ম দেশের বিপুল সম্ভবনাময় শক্তি। আমি বিশ্বাস করি, শ্রেণীকক্ষেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ণীত হয়। তাই তাদেরকে বলতে চাই, নিয়মিত শ্রেণীকক্ষের পাঠদান গ্রহণ করে সম্মানিত শিক্ষকদের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করতে হবে। নৈতিকতা ও মানবিকতাবোধে উজ্জীবিত হতে হবে।

আমার এই ছোট জীবনে সফলভাবে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি বাবা-মা, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ও ভবিষ্যতে চলার পথ সুগম করতে সবার দোয়া চাই।

প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, বিএসসি ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ